দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষার মর্ম বুঝবে কবে শিক্ষক

আব্দুল্লাহ আল মাছুম

শিক্ষকতার মহান পেশাকে একদল পরিণত করেছে নৈতিকতাহীন ব্যবসায় আর যে এক দল রেখেছে জিয়ে, বইয়ে দিচ্ছে এখনো পুরনো সেই সুগন্ধির সৌরভ। তারা বিনিময়ে পাচ্ছেন আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারার ধিক্কার। বর্তমান সমাজ শিক্ষকের যোগ্যতা মাপেন কলমের কালো কালিতে নয় বরং কালো টাকায়। আর সেই সমাজের বাসিন্দারা ব্যবসায়ী শিক্ষকদের কিনে নিচ্ছেন কাগজের টাকার দামে। যেই শিক্ষক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে দিশাহীন সেই শিক্ষকই প্রাইভেটে দক্ষ জীবন গড়ার কারিগর। পার্থক্য শুধু শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ছিলেন কিন্তু দায়িত্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন আর প্রাইভেটে দাস হয়ে মনিবের ভোগ্য অর্থের প্রতি যথাযথ আনুগত্য দেখিয়েছেন। ধিক্কার তো পাওয়ার কথা ছিল সেই তাদের, যারা শত শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করে প্রাইভেটে একজনকে শিখাচ্ছে জীবন গড়ার মন্ত্র।

অন্যদিকে গ্রাম-গঞ্জে স্কুল পর্যায়ে বিশেষ করে সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলোতে শিক্ষক হিসেবে চাকরি পাচ্ছে যারা তারা নিজেরাই স্বর্ণ শিখরে নিজেদের কল্পনা করতে সাহস পায়নি। এখন তারাই কীভাবে কোমলমতিদের অন্তরে আকাশ ছোঁয়ার ছবি আঁকবেন? পরিস্থিতি এখন এমন যে, আমরাও চাই না শিক্ষিত হতে। আমরা চাই একটা সার্টিফিকেট। সেই সার্টিফিকেটের গ্র্যাজুয়েট স্বীকারোক্তি বিক্রি করে অর্থোপার্জনের সক্ষমতা।

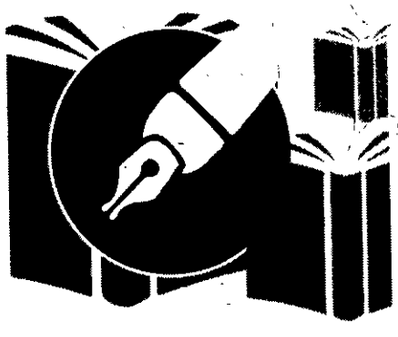

কিন্তু সব দুঃখের ভিড়েও অবশিষ্ট অপ্রতিষ্ঠিত দলটিকে এখনো সমাজে দেখা যায়। কবি কাজী নজরুলের ভালো মানুষ হওয়ার শপথ তারা এখনো আওড়ান প্রতিক্ষণে। শিক্ষার্থীর অন্তরে গ্রথিত করে দেন দেশ প্রেমের জীবন্ত অঙ্কুরিত বীজ। সমাজে এখনো আছেন সেই অভিভাবকগণ যারা বাদশা আলমগীরের এক একজন প্রতিচ্ছবি। এখনো আছেন এমন মানুষ, যারা ভাবেন কীভাবে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা যায় পৃথিবী। এই তাদের জন্যই আজ শিক্ষা ব্যবস্থার অর্ধেক অন্ধকারে ডুবে গেলেও হারিয়ে যায়নি। সালাম তো এদেরই পাওয়া উচিত। সব নোংরামি দূর হোক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে। শিক্ষা হোক মনুষ্যত্বকে মানুষের হৃদয়ে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস। যাতে করে আমরা বুঝতে পারি বনের পশু আর আমাদের মাঝের স্বাতন্ত্র্য।

● লেখক : শিক্ষার্থী, জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়